দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 MAR 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

67

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পিছানোর ইতিকথা

শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের পিছনে সন্ত্রাসের পাশাপাশি যে বিষয়টি নিয়ত ক্রিয়াশীল তাহা হইল সেশন জট। সেশন জট দূরীকরণের অভিপ্রায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে যে সকল পদক্ষেপ নিয়াছেন তাহা প্রশংসার দাবীদার। এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলি হইতেছে—একাডেমিক ক্যালেণ্ডার ও সময়মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠান। কিন্তু দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, ১৯৯১ সালের এম, এ/এম, এস,এস শেষ পর্বের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা এ পর্যন্ত তিনবার পিছানো হইয়াছে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী। প্রথমতঃ এ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ১৫ই ডিসেম্বর '৯৩-এর মধ্যে সকল অন্তঃকোর্স পরীক্ষা এবং ক্লাস সাসপেণ্ডের নোটিস দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে হঠাৎ করিয়া পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৯শে মার্চ '৯৪ হইতে। আবার ১৫শ বি,সি,এস, লিখিত পরীক্ষা ২৯শে মার্চ '৯৪ হইতে শুরু হইবে বলিয়া পি, এস,সি কর্তৃপক্ষ পূর্বেই ঘোষণা দিয়াছে। ফলে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী বি,সি,এস, পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু হঠাৎ করিয়া ভাকসু নির্বাচন এবং পি,এস,সির পরীক্ষার অজুহাত দিয়া ১৯শে মার্চের পরীক্ষা ৪ঠা জুলাই '৯৪ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এই তারিখ যদি জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমে ঘোষণা করা হইত তাহা হইলে আমরা ১৫শ বি,সি,এস পরীক্ষায় ভালভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিতাম। আবার অন্যদিকে ২রা মার্চ একটি দৈনিকের খবরে বলা হয় যে, ১৬শ বিশেষ বিসিএস জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আহবান করা হইবে ফলে দেখা যাইতেছে আমরা যাহারা '৯১ সনের মাষ্টারস পরীক্ষার্থী তাহারা ১৫শ এবং ১৬শ বিসিএস হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আমাদের প্রশ্ন, হঠাৎ করিয়া এতদিনের জন্য কেন পরীক্ষা পিছানো হইল এবং আমাদেরকে কেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইল? সুতরাং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন, যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমরা অন্ততঃ ১৬শ বিসিএস-এ অংশগ্রহণ করিতে পারি তাহার সুব্যবস্থা করা হউক।

—আমীর হোসেন, জিয়াউল হক ও তৌফায়েল আহমদ, সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।